দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চমেকসুর নির্বাচনী প্রচারণায় ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের শক্তি প্রদর্শনের মহড়া

মদহুল কবির ॥ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ (চমেকসু) নির্বাচন আগামী ৫ আগস্ট, সোমবার। নির্বাচনকে ঘিরে ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নিজেদের সংগঠন ও প্যানেলের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক তিনটি প্যানেল দিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্ষমতাসীন জোটের সমর্থিত প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির আলাদা প্যানেলে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে পড়ায় উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এবার লক্ষণীয় দিক হল প্রধান বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। এর ফলে ছাত্রদল ও শিবির নির্বাচনী প্রচারণায় শক্তি প্রদর্শনের মহড়া দিয়ে চলেছে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, উভয় সংগঠনের কর্মীরা এখন পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। যেকোন সময় এ দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরস্পরের প্রতি মারমুখী ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য-বিবৃতি ও আচরণ পরিস্থিতিকে ক্রমেই ঘোলাটে করে তুলছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় ক্যাম্পাস ও হাসপাতাল এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সার্বক্ষণিক। অনুসন্ধানে জানা যায়, নির্বাচনী প্রচারণায় ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবির একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদল সরাসরি কথিত 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা' নির্মূলের অঙ্গীকার সম্বলিত নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে। এ ধরনের শ্লোগান খচিত অসংখ্য ব্যানার-ফেস্টুনে ক্যাম্পাস [illegible] শরিক দলের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসকে তাদের ভাষায় 'সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজমুক্ত' করার শ্লোগান দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। ছাত্রদল ও শিবিরের এই পাল্টা-পাল্টি প্রচারণার বিপরীতে ছাত্র ইউনিয়ন নীরবে তাদের প্রচার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় তাদের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সমর্থন পেতে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা নানামুখী কৌশল অবলম্বন করছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, ছাত্র ইউনিয়ন তাদের গৃহীত কৌশলে সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চমেকসু নির্বাচনে ব্যাপক ভোট ভাগাভাগি তথা ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া বিচিত্র নয়। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে চট্টগ্রামের জোটের নেতারা ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরকে যৌথ প্যানেলে চমেকসু নির্বাচন করার পরামর্শ দেন। সম্প্রতি আইন কলেজ নির্বাচনে ছাত্রদল-ছাত্র শিবির ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে। তবে মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে জোটের কতিপয় নেতার একগুঁয়েমির কারণে ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দেয়া যায়নি বলে জানা গেছে। এই প্রেক্ষাপটে জোটের প্রধান দুই শরিক ছাত্র সংগঠন বিভক্তির মাধ্যমে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্যানেল পরিচিতি ঃ গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় শিবিরের চমেকসু নির্বাচনে প্যানেল পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশ নেয়। অপরদিকে ছাত্রদলের প্যানেল পরিচিতি সভা আজ (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে। এতে খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।